ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 011 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১১ ● কলকাতা ● ২৬ পৌষ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১১ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আইপ্যাক কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টে ইডি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে চলেছে ইডি। আইপ্যাক অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশিতে বাধা দানের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে ইডি। যদিও সেই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। এমন কি, ইডি-র জরুরি শুনানির আবেদনও ফিরিয়ে দেন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।যদিও ইডি-র অভিযোগ উড়িয়ে এ দিন পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আইপ্যাক কাণ্ডে ইডি-র পদক্ষেপের প্রতিবাদে এ দিন যাদবপুর থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিল করেন তৃণমূলনেত্রী। সেই মিছিল শেষেই তিনি দাবি করেন, আমি কোনও অন্যায় করিনি। গতকাল যা করেছি তৃণমূলের চেয়ারপার্সন হিসেবে করেছি। তুমি আমাকে খুন করতে এসেছো। আমারও আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আমার সব বিএলএ-২, আমার সব তথ্য চুরি করেছো। তোমরা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 170

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সারা যাত্রা এক স্বপ্নের মত লাগছিল। আমরা গুহার কাছে পৌঁছে দেখলাম গুহার সামনে চারাগাছে অনেক ফুল ফুটেছিল।

অর্থাৎ আমরা এই যাত্রায় অনেকদিন ছিলাম।

ওখানে সময়ের হিসাবই থাকত না। কতদিন কেটে গেল, কত রাত কেটে গেল, বোঝাই যেত না। জীবনে এরকমই হয়।

ক্রমশঃ

ফালাকাটায় টোটো চালকের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে চম্পট যাত্রী

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

অভিনব প্রতারণার শিকার হলেন এক টোটো চালক। অভিনয় ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে টোটো চালকের কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিল এক যাত্রী।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ফালাকাটার ব্যস্ত ট্রাফিক মোড় এলাকায়। শনিবার জটেশ্বর এলাকা থেকে এক ব্যক্তি টোটো ভাড়া করে ফালাকাটার ট্রাফিক মোড়ে আসেন। যাত্রাপথে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পর ফালাকাটার ট্রাফিক মোড়ে পৌঁছে ওই ব্যক্তি টোটো চালককে সঙ্গে নিয়ে একটি হোটেলে যান এবং সেখানে খাবার নেন। শেষে ওই যাত্রী টোটো চালককে বলেন, আপাতত তাঁর কাছে টাকা নেই,এটিএম থেকে টাকা তুলে দেওয়ার অজুহাতে ১,০০০ টাকা ধার চান। সরল বিশ্বাসে টোটো চালক ওই টাকা দেন।

এরপর ওই যাত্রী আরও একধাপ এগিয়ে একটি দোকানে গিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাকাটা করেন এবং ফের টোটো চালককে জানান,এটিএম থেকে টাকা তুলে সব মিটিয়ে দেবেন বলে আরও ৪,০০০ টাকা দিতে অনুরোধ করেন। যাত্রীর কথায় বিশ্বাস করে টোটো চালক মোট ৫,০০০ টাকা তাঁর হাতে তুলে দেন।

কিছুক্ষণ পরেই সুযোগ বুঝে ফালাকাটা ট্রাফিক মোড় এলাকা থেকে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও যাত্রী ফিরে না আসায় প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন টোটো চালক। ঘটনার খবর দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ফালাকাটার ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফালাকাটা থানার পুলিশ।পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা শুভেন্দুর

বেবি চক্রবর্ত্তী

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনীতির ময়দানে ঠান্ডা লড়াইয়ের ভোট যুদ্ধ। এবার এই রাজনীতির খেলাকে ঘুরিয়ে দিলো পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের আই প্যাক। এখন সকলের দৃষ্টি সেই আই প্যাক ও ইডির দিকে। প্রসঙ্গত আই প্যাকের অফিসে ইডির তল্লাশিকে কেন্দ্র করে বাতাস এখন বেশ উত্তপ্ত। সেখানেই তর্ক যুদ্ধের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওরা বলছে কয়লার টাকা! কে খায়? অমিত শাহ খায়। গদ্দারের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়। সাথে আছে জগন্নাথ। পুরীর জগন্নাথ নয়। জগন্নাথের সরকার। ওঁর মাধ্যম দিয়ে টাকা যায় শুভেন্দুর কাছে। তারপর সেই টাকা অমিত শাহের কাছে যায়।"

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই এবার প্রমাণ চেয়ে চিঠি পাঠালেন শুভেন্দুর আইনজীবী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দত্তক সন্তান বলেও নিশানা করেছেন। যা অপমানজনক বলেই মত শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর। ব্যাস এবার খেলা নতুন পথে বইতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত কোথায় যায় তা দেখার আপেক্ষায়।

IPAC-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে ইডি তল্লাশি থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত। বৃহস্পতিবার এক বেনজির দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছে বাংলা তথা গোটা দেশ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশির মাঝে ঢুকে মুখ্যমন্ত্রীকে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিঁধে দাবি করেছিলেন, ইডি-র মাধ্যে তাঁর দলের স্ট্র্যাটেজি, প্রার্থী তালিকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

১৭ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী আসছেন বাংলায় - উদ্বোধন করবেন একাধিক 'বন্দে ভারত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে নির্বাচন যে বড়ো দায় তা বার বার করে প্রমাণ করেছে ভারতীয় রাজনৈতিকরা। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। স্বাভাবিক কারণেই এখন সকলেই 'দাতা কর্ণ' হতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতেই বাংলা পেতে চলেছে তিনটি নতুন ট্রেন। তা আবার উত্তরবঙ্গ - যেই জায়গা মূলত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। আগামী ১৭ জানুয়ারি তিনি মালদায় পৌঁছে মোট সাতটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রা শুরু করবেন। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন এবং ছ'টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। এই নতুন ট্রেনগুলি উত্তরবঙ্গকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে আরও মজবুতভাবে যুক্ত করবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি হাওড়া ও আসামের কামাখ্যার মধ্যে চলাচল করবে। পাশাপাশি ছ'টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ বাড়াবে। প্রস্তাবিত রুটগুলির মধ্যে রয়েছে- নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকোয়েল, নিউ জলপাইগুড়ি-চার্লাপল্লি, নিউ আলিপুরদুয়ার-ব্যাঙ্গালোর, আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল, বালুরঘাট-ব্যাঙ্গালোর

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আইপ্যাক কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টে ইডি?

৬ টায় ঢুকেছো, আমি তো ১১.৪০ নাগাদ ঢুকছি। ততক্ষণে সব সরিয়ে নিয়েছো। আমি প্রতীককে (জৈন)ফোন করলাম, দেখলাম ফোনটা ধরল না। আমি দেখলাম জোড়া ফুল চিহ্নে তো আমরা দাঁড়াই। জোড়া ফুল, পার্টি যদি রক্ষা না হয়, লড়াইটা করব কী করে? একটা মঞ্চ তো দরকার।এর পরেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন ইডি-র আইনজীবীরা। সূত্রের খবর, আজ রাত অথবা আগামিকাল সকালের মধ্যেই শীর্ষ আদালতে আবেদন জানাতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আইপ্যাক অফিসে তল্লাশিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করে ইডি। মোট ১২ দফা আর্জি জানিয়ে মামলা করা হয়। যদিও এজলাসে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় সেই মামলার শুনানি ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এর পরই ইডি-র পক্ষ থেকে জরুরি শুনানির আর্জি জানানো হয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সচিবালয়ে। কিন্তু সেই আবেদনও ফিরিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের দাবি, ইডি-র আইনজীবীরা শীর্ষ আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। কারণ তাঁরা দাবি করতেই পারেন, যথাযথ বিচার পাওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টই সবথেকে ভাল বিকল্প। সমস্ত আইনি পথই খতিয়ে দেখছেন ইডি-র আইনজীবীরা।

(২ পাতার পর)

এবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা শুভেন্দুর

যদিও ইডি বিবৃতি দিয়ে জানায়, কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় এই তল্লাশি চলছিল। গোটা দেশের ১০ জায়গায় তল্লাশি চলছিল। তার মধ্যে ৬টি বাংলায় ও চারটি দিল্লিতে। ইডির বক্তব্য, এই তদন্তে হাওয়ালা-যোগও উঠে আসে। আর এখানেই উঠে আসে আইপ্যাকের নাম। ইডির দাবি, ইন্ডিয়ান প্যাক কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড, অর্থাৎ আইপ্যাকের মাধ্যস্থতার হাওয়ালায় ১০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনের বয়ানে এই প্রতীক জৈনের নাম উঠে এসেছে। সেই কারণেই তল্লাশি। এখন দেখার বিষয় হল রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে কতটা সুরাহা হয়...! সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

(২ পাতার পর)

১৭ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী আসছেন বাংলায় - উদ্বোধন করবেন একাধিক 'বন্দে ভারত'

এবং রাধিকাপুর-ব্যাঙ্গালোর। পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনসহ একাধিক নতুন ট্রেনের যাত্রা শুরু করবেন। সেই সঙ্গে মালদা থেকে বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পেরও উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠান সফল করতে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নিউ কোচবিহার-বামনহাট এবং নিউ কোচবিহার-বক্সিরহাট রেলপথের বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন করতে পারেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় সংস্কার হওয়া মালদা টাউন ও কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনও তাঁর হাত দিয়ে উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে।

লাক্ষাদ্বীপে একটি যৌথ বাহিনী বহু-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট শিবির আয়োজন করবে ভারতীয় নৌবাহিনী

নতুন দিল্লি, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

ভারতীয় নৌবাহিনী ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপে একটি যৌথ বাহিনীর বহু-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করছে। এটি স্বাস্থ্যসেবা প্রসার, সম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং সুস্থায়ী অসামরিক-সামরিক সহযোগিতার প্রতি নৌবাহিনীর অঙ্গীকারকে পুনঃনিশ্চিত করে। নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি পাঁচ দিনের এই স্বাস্থ্য

এরপর ৫ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বড় পদক্ষেপ পুলিশের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : কয়লা পাচার মামলায়, I-PAC-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভের অফিসে ED-র হানা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। আইপ্যাক কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে ED-র হানা প্রতীক জৈনের বাড়িতে ED, আইপ্যাকের অফিসে ED-র তল্লাশি। বৃহস্পতিবার ঘটনায়, শেক্সপীয়র সরণি থানায় জোড়া FIR দায়ের হয়েছে।ইতিমধ্যেই, প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাটের পরিচারিকা সহ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, তল্লাশি অভিযানে আসা ED-র টিম সম্পর্কেও খোঁজ খবর শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সেদিন তল্লাশিতে আসা ED-র টিমে, কতজন আধিকারিক ছিলেন, কোনও ফরেন্সিক এক্সপার্ট ছিল কিনা, কতজন CRPF জওয়ান ছিলেন, তা নিয়ে ইডির কাছে জানতে চাওয়া হবে। সেদিন, ED-টিমের সঙ্গে আসা CRPF জওয়ানদের বিরুদ্ধে,পুলিশকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের দাবি, ডেপুটি কমিশনার সার্জেন্টকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাটের ভিতরে ঠিক কী পরিস্থিতি হয়েছিল, তা জানতে আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে পুলিশের দাবি।একটি করেছেন মমতা বন্দেয়াপাধ্যায়। আরেকটি স্বতঃপ্রণোদিত FIR করেছে পুলিশ। তার ভিত্তিতে এবার, পুলিশ তদন্ত শুরু করল। প্রতীক

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আইপ্যাক বলছে, 'আবার জিতবে বাংলা'

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির আক্রমণের মুখে পড়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক। যে ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডির 'চোখ রাঙানি'তে যে ভীত নয় তৃণমূল এবং আইপ্যাক, মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেটাই যেন স্পষ্ট করে দেওয়া হল।দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে যেসব প্রাপ্য দাবি তৃণমূল দাবি করেছে, এই গানে তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলার টাকা আটকে রাখা থেকে শুরু করে বাঙালি মনীষীদের অপমান, ভোটার তালিকার কারচুপি থেকে এসআইআর, সব উঠে এসেছে এই গানে। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে বিপুল সাড়া ফেলেছে এই গান। শনিবার এই গান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে আইপ্যাক ও তৃণমূল স্পষ্ট করে দিল যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আক্রমণের মুখে দমছে না তারা।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য থিম সং প্রকাশ করল রাজ্যের শাসকদল। যেখানে বাংলার 'অগ্নিকন্যা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন 'বাঘিনী'। তৃণমূলের 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা' স্লোগানকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে এই গান। গানের ছত্রে ছত্রে রয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা।

২০২১-এর নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার ঘরের মেয়ে হিসেবে উপস্থাপন করে থিম গান হয়, 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়'। এবার সেই ঘরের মেয়ে হয়ে উঠছেন বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ত্রাতা। অগ্নিকন্যা হয়েছে উঠছেন বাঘিনী। তিন মিনিটের এই নতুন গানের কেন্দ্রে রয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের বিভিন্ন সময়ের সভা-সমিতি, মিছিল এবং অন্যান্য কর্মসূচির ছোট ছোট ভিডিওকে এক সুতোয় বেঁধে তৈরি হয়েছে এই গানের মূল ভিডিও।গত কয়েকদিন ধরেই সমাজমাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাঘিনী' বলে উল্লেখ করে চলেছেন তৃণমূল সমর্থকরা। সেই সুরে ইতিমধ্যে সুর মিলিয়েছেন কাশ্মীরের নেত্রী মেহবুবা মুফতিও। মেহবুবা বলেন, "বর্তমানে গোটা দেশজুড়ে তল্লাশি চলছে। আগে এটা অবশ্য হয়নি। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর এখানে শুধুই তল্লাশি হত। তখন বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল চুপ করে ছিল। তিনজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন। সকলে মুখ বুজে সেসব দেখছিল। সংবাদপত্র খুললেই দিনে কমপক্ষে ২০-২৫টি তল্লাশির খবর দেখা যেত। এখন সেটাই বাংলায় হচ্ছে।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে তিনি আরও বলেন, "তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সাহসী। তিনি বাঘিনী। তিনি লড়াই করবেন। কখনওই আত্মসমর্পণ করবেন না।" তৃণমূল নেত্রীর এই বাঘিনী রূপই এবার প্রকাশ পেয়েছে নির্বাচনের জন্য তৈরি হওয়া থিম গানে।

আইপ্যাকের তরফে জানানো হয়েছে, 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা কেবল একটি গান নয়, এটি আমাদের দৃঢ় রাজনৈতিক বার্তা এবং প্রতিরোধের ডাক। এতে বাঙালির চিরাচরিত লড়াকু মেজাজকে তুলে ধরা হয়েছে।' বিজেপির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তৃণমূলের অভিযোগ তারা বহিরাগত। সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে তারা। এর মাঝেই এই নতুন গানের মাধ্যমে শাসকদল বোঝানোর চেষ্টা করছে বাংলা তার বিরুদ্ধে চলা ঘৃণা এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ধর্মকে হাতিয়ার করে পদ্মশিবির যেভাবে ভাষা, সংস্কৃতি ও সহাবস্থানকে অপমান করছে, এই গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দিতে চাইছে তৃণমূল।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

দান করে দেন।অনেক পরবর্তীকালে রচিত 'মৎস্যপুরাণ' অনুসারে, পরমাত্মার মুখনিঃসৃত শক্তিগুলির মধ্যে সরস্বতী সর্বশ্রেষ্ঠা । তিনি রূপে দেবীর ন্যায় পরমা সুন্দরী । মহাশ্বেতা (সর্বশুক্ল বা যার সর্বাঙ্গ শ্বেত বর্ণের) ও বীণাবাদিনী । সরস্বতী সম্পর্কে যত পুরাণ-কাহিনি পাওয়া যায়, সেগুলি থেকে, আর যাই হোক, বিদ্যার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বড় পদক্ষেপ পুলিশের!

জৈনের বাড়ি থেকে যাবতীয় CCTV ক্যামেরার ফুটেজ ও DVR সংগ্রহ করল শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার কয়লাকাণ্ডে দু'জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ, I PAC-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে যান ED-আধিকারিকেরা। সকাল ১১টা নাগাদ সেই খবর থানায় জানানো হয়। বেলা ১২টা নাগাদ, প্রতীক জৈনের বাড়ির সামনে পৌঁছে যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তবে ঘরের ভিতরে ঠিক কী হয়েছিল? কীভাবে নথি বাইরে বের করা হল? CCTV ফুটেজ দেখে সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ED আধিকারিক ও CRPF-এর বিরুদ্ধে, শেক্সপিয়র সরণি থানা ও বিধাননগরের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় ৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শেক্সপিয়র সরণি থানায় মোট দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে। একটি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে, অন্যটি পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা। পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে, CCTV ক্যামেরার ফুটেজ ও যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করল পুলিশ। এর পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার প্রতীক জৈনের বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী সহ এলাকার বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"জ্ঞানডাকিনী।। অক্ষোভ্যকুলের দেবী জ্ঞানডাকিনীর একটি মণ্ডলের বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে দেওয়া আছে। ইঁহার বর্ণ নীল এবং ইঁহার তিনটি মুখ ও ছয়টি হাত। মূল মুখটি নীল, দক্ষিণ শুক্ল এবং বাম মুখ রক্তবর্ণ এবং শৃঙ্গাররসের দ্যোতক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

লাক্ষাদ্বীপে একটি যৌথ বাহিনী বহু-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট শিবির আয়োজন করবে ভারতীয় নৌবাহিনী

শিবিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। এর লক্ষ্য হলো বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, চিকিৎসা পরিষেবা এবং ছানি অপারেশনসহ নির্বাচিত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লাক্ষাদ্বীপের বাসিন্দাদের বিস্তৃত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

এই উদ্যোগটি নৌবাহিনী দিবস উপলক্ষে পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত শিবির আয়োজনের মাধ্যমে দ্বীপ অঞ্চলে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে সমর্থন ও উন্নত করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর চলমান প্রচেষ্টার একটি অংশ। বিগত বছরগুলোতে এই চিকিৎসা শিবিরগুলোতে লাক্ষাদ্বীপের বেশিরভাগ দ্বীপে বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত্ব এবং দাঁতের চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের অব্যাহত সমর্থন ও স্থানীয় জনগণের অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার ফলে এই স্বাস্থ্য শিবিরটিকে একটি বহু-বিশেষজ্ঞ শিবিরে উন্নীত করা হয়েছে।

লাক্ষাদ্বীপে জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ নিয়ে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা রয়েছে। এই বহু-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট স্বাস্থ্য শিবিরটি একটি সমন্বিত এবং রোগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ও সুপার-স্পেশালিস্ট চিকিৎসা দক্ষতার সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি এই পরিষেবাগুলোকে পরিপূরক করার জন্য সাজানো হয়েছে। সাধারণ এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়, সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এবং উপযুক্ত ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হবে।

এই শিবিরটি আগাত্তি, কাভারাত্তি, আন্দ্রোথ, আমিনি এবং মিনিকয়তে অনুষ্ঠিত হবে। এটি ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার ও বিশেষজ্ঞ সমন্বিত একটি যৌথ বাহিনীর মেডিকেল টিম দ্বারা পরিচালিত হবে। তিনটি বাহিনীর পেশাদারদের অংশগ্রহণ একটি বিস্তৃত পরিসরের ক্লিনিক্যাল দক্ষতা নিশ্চিত করবে। দন্তচিকিৎসা সহ কার্ডিওলজি, এন্ডোক্রিনোলজি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির মতো কয়েকটি সুপার-স্পেশালিটিতে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা হবে।

বহির্বিভাগের পরামর্শ ছাড়াও, অস্ত্রোপচার দলগুলো শিবিরের সময়কালে ছানি অস্ত্রোপচার এবং নির্বাচিত কিছু সাধারণ অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সম্পন্ন করবে। এই পদ্ধতিগুলো স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সম্পন্ন করা হবে। আশা করা হচ্ছে, শিবিরের অস্ত্রোপচার অংশটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন এমন রোগীদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। দ্বীপগুলোতে মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্ক্রিনিং কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মেডিকেল দলগুলো শিবিরের সময়কালের পরেও চিকিৎসার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য ফলো-আপ যত্ন সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করবে। নিরাময়মূলক এবং অস্ত্রোপচার পরিষেবার পাশাপাশি, এই শিবিরটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর বিশেষ জোর দেবে। মেডিকেল অফিসাররা জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত অসুস্থতা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সমস্যা, পুষ্টি এবং সাধারণ সুস্থতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ত্রাণ এবং সম্প্রদায় সহায়তা উদ্যোগে অবদান রাখার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। লাক্ষাদ্বীপের এই স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিষেবা এবং জনসম্পর্কের এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন, যার মধ্যে রয়েছেন ভাইস অ্যাডমিরাল সমীর সাক্সেনা, ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ, সাউদার্ন নেভাল কমান্ড; সার্জ ভাইস অ্যাডমিরাল আরতি সারিন, ডিরেক্টর জেনারেল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেস; এবং সার্জ ভাইস অ্যাডমিরাল কবিতা সহায়, ডিরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিসেস (নৌবাহিনী)। এছাড়াও, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকের উপদেষ্টা এবং লাক্ষাদ্বীপ প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন।

চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ভারতীয় নৌবাহিনীর দেশ সেবার নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত এই শিবিরটি বিপুল সংখ্যক বাসিন্দাকে উপকৃত করবে এবং ভারতীয় নৌবাহিনী ও লাক্ষাদ্বীপের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাস ও সদ্ভাবকে আরও জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

অর্থ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বর্ষশেষের পরিক্রমা : আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর্থিক পরিষেবা বিভাগ (ডিএফ স) ২০২৫ সালে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের ধারা অব্যাহত রেখেছে। 'ইয়োর মানি, ইয়োর রাইট ক্যাম্পেইন', ব্যাঙ্কিং(সংশোধন) আইন, ২০২৫, ইএএসই ৮.০(যার নতুন নাম EASE₹ise), 'ক্রেডিট লাইন অন ইউপিআই', 'হ্যালো! ইউপিআই'-এর মতো এআই-ভয়েস-সক্ষম পেমেন্ট সুবিধা, এনপিএ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, গ্রাহক পরিষেবার উন্নতি, ডিজিটাল রূপান্তরসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের ইএএসই স্টিয়ারিং কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকা ইএএসই কর্মসূচি সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জুড়ে একটি রূপান্তরমূলক পরিবর্তন এনেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পিএসই মন্থন ২.০-এর ফলস্বরূপ ইএএসইইএক্সি কর্মসূচিটি একটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহত্তর, সাহসী এবং বিস্তৃত পরিসর নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। এর তিনটি স্তম্ভ ছিল : স্তম্ভ ১- ইএএসই ৫.০ (সাধারণ সংস্কার কর্মসূচি), স্তম্ভ ২ - একটি ৩-বছরের ব্যাঙ্ক-নির্দিষ্ট কৌশলগত রোডম্যাপ এবং স্তম্ভ ৩ - রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়।

ইএএসই ৫.০ এবং ইএএসই ৬.০ চলাকালীন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো উদীয়মান ব্যবসায়িক সক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করেছে। ডিজিটাইজেশন, ডেটা-সক্ষম ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রাহক পরিষেবা এবং জার্নি এনাবলমেন্ট, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবারসিকিউরিটি, ডেটা একত্রীকরণ এবং ই-কমার্স জায়ান্ট, ফিন-টেক, স্টার্টআপ, এনবিএফসি এবং কো-লেন্ডিং সহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা।

ডিএফএস-এর কৌশলগত হস্তক্ষেপ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং দৃঢ়তাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। এর ফলে তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর মোট এনপিএ অনুপাত ২.২২%-এ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তা ২.৫৮%-এ নেমে এসেছে। এছাড়া তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর প্রভিশন কভারেজ অনুপাত (পিসিআর) মার্চ-২০১৫-এর ৪৯.৩১% থেকে বেড়ে মার্চ-২০২৫-এ ৯৩.১৪%-এ পৌঁছেছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই), প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, মুদ্রা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া এবং অটল পেনশন যোজনা, এনপিএস বাৎসল্যের মতো উদ্যোগগুলো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ, এই প্রকল্প এবং নীতিগত উদ্যোগগুলো তাদের পরিধি প্রসারিত করেছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিক, বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং, বীমা এবং পেনশন পরিষেবাগুলিতে যে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে এ থেকে তা নিশ্চিত হয়।

আর্থিক পরিষেবা বিভাগ ২০২৫ সালে একটি স্থিতিস্থাপক ও প্রগতিশীল আর্থিক পরিস্থিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে।

২০২৫ সালে অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগের কিছু প্রধান সাফল্য ও নীতিগত উদ্যোগ নিচে দেওয়া হলো।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কর্মক্ষমতা :

চাপ শনাক্তকরণ, সমস্যাগ্রস্ত হিসাবের সমাধান এবং ব্যাঙ্ক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের সামগ্রিক নীতিগত পদক্ষেপের ফলে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের আর্থিক অবস্থা এবং দৃঢ়তা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নয়নের চক্রটি সমস্ত মাপকাঠিতে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।

অর্থনীতির উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের প্রবাহ ভালো গতিতে বাড়ছে। তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির (এসসিবি) সম্পদের গুণমান ক্রমাগত উন্নত হয়েছে এবং মোট অনাদায়ী ঋণ অনুপাত (জিএনপিএ) ও নিট অনাদায়ী ঋণ অনুপাত (এনএনপিএ) হ্রাস পেয়েছে।

তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রভিশনিং কভারেজ অনুপাত (পিসিআর) ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কম স্লিপেজ অনুপাত, বাজারের থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং মুনাফার মাধ্যমে নিট মূলধন বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কগুলো তাদের মূলধন পর্যাপ্ততার স্তরকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং (সংশোধন) আইন, ২০২৫ শাসনব্যবস্থার মান উন্নত করেছে, আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য সুরক্ষা জোরদার করেছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে নিরীক্ষার গুণমান উন্নত করেছে। এছাড়াও এটি ব্যাঙ্কগুলোর বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে নিয়ে এসেছে এবং গ্রাহকদের সুবিধার জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।

ব্যাঙ্কিং সংস্কারের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'আপনার পুঁজি, আপনার অধিকার' শিরোনামে দাবিবিহীন আর্থিক সম্পদ সম্পর্কে তিন মাসব্যাপী (২৫ অক্টোবর থেকে ২৫ ডিসেম্বর) একটি দেশব্যাপী সচেতনতা অভিযান বাস্তবায়িত করেছে। অর্থমন্ত্রীর চালু করা এই অভিযানের ফলে ৪,৫০০ কোটি টাকার দাবি তার প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো সচেতনতা, সহজলভ্যতা এবং পদক্ষেপের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা।

এই প্রচারের লক্ষ্য হলো নাগরিকদের তাদের দাবিবিহীন ব্যাঙ্ক আমানত, শেয়ার, লভ্যাংশ, মিউচুয়াল ফান্ড, বীমার অর্থ এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ দাবি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা। সংশ্লিষ্ট তহবিল নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা তৈরি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এসওপি) এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) দাবি প্রক্রিয়াটিকে সহজ, স্বচ্ছ এবং নাগরিক-বান্ধব করে তুলেছে।

ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) সফলভাবে ভারতের সর্ববৃহৎ কোয়ালিফাইড ইনস্টিটিউশনাল প্লেসমেন্ট (কিউআইপি) সম্পন্ন করেছে এবং ২৫,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও, এটি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৪.৫% প্রতিযোগিতামূলক কুপন হারে, ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বন্ড সংগ্রহ করেছে। এটি বিশ্ব বাজারে এসবিআই-এর মূল্য প্রস্তাবনা নির্দেশ করে।

দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী উভয়ের জোরালো অংশগ্রহণ ভারতীয় অর্থনীতির এবং এর উপাদানগুলোর সচল অবস্থা ও শক্তিশালী ভিত্তিকে

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

নিজের জীবন নিয়ে ভালো আছি, বিয়েটা আমার জন্য নয়: মালাইকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দেড় যুগের দাম্পত্যজীবনের ইতি টেনে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েন বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা। তাদের এ সম্পর্কও বেশিদিন টেকেনি। এরপর ১৮ বছরের ছোট এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন চলছে এ অভিনেত্রীর। তবে কি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মালাইকা? অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মালাইকা জানান, সম্পর্ক সব সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয় না। বিচ্ছেদের পর সমাজ ও পরিবারের নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হলেও নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো আফসোস নেই তার। অভিনেত্রীর কথায়, আরবাজ ও আমি দুজনেই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম।

সমস্যা মিটিয়ে ফের একসঙ্গে পথচলার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন, এই সম্পর্ক আর টেকসই নয়। তিনি বলেন, একটা সময়ের পর আমরা দুজনই বুঝতে পারি, এই বিয়ে টিকবে না। অন্যকে খুশি করার আগে নিজেকে খুশি রাখা দরকার। আমি নিজেই তো সেই বিয়েতে সুখী ছিলাম না।

এই সিদ্ধান্তের পর অনেকেই তাকে স্বার্থপর বলেছিলেন। তবে সেসব মন্তব্যে গুরুত্ব দেননি অভিনেত্রী। তার কাছে নিজের মানসিক শান্তি ও ভালো থাকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে মালাইকার অভিমত, অন্যদের কাছে স্বার্থপর মনে হতে পারে। কিন্তু আমার যেটা ঠিক মনে হয়েছে, সেটাই করেছি। জীবনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। আমার খুশিতে থাকাটাও জরুরি।

দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে অভিনেত্রী জানান, তিনি বিয়ের বিরোধী নন। তবে আপাতত বিয়ে তার জন্য নয়। তার কথায়, নিজের জীবন নিয়ে আমি ভালো আছি। আমার মনে হয়, বিয়েটা আমার জন্য নয়। যদি কখনো আবার হয়, তখন ভেবে দেখা যাবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে মালাইকা ও আরবাজের বিচ্ছেদ হয়। এর আগে, ১৯৯৮ সালে ভালোবেসে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। আরহান খান নামে তাদের এক পুত্রসন্তান রয়েছে। বিচ্ছেদ হলেও সন্তানের মা-বাবা হিসেবে এখনো একসঙ্গেই দায়িত্ব পালন করছেন তারা।

বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের নৃত্যশিল্পী, মডেল ও অভিনেত্রী শ্রীনন্দা শংকর ২০০৯ সালে মহারাষ্ট্রের পার্সি ব্যবসায়ী জেভ সাতারাওয়ালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কলকাতায় ভারতীয় ও পার্সি— দুই রীতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তাদের। এরপর তারা স্থায়ীভাবে মুম্বাইয়ে বসবাস করতে থাকেন। এক কন্যাও রয়েছে এ দম্পতির।

সামাজিক মাধ্যমে সুখী দাম্পত্যের ছবি উঠে এসেছিল শ্রীনন্দার ফেসবুক ওয়ালে। সেই সময় একবিন্দুও বোঝা যায়নি যে উভয়ের সম্পর্কে ভাঙাগড়া চলছে। কিন্তু হঠাৎ করে নিজের বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানালেন অভিনেত্রী।

২১ ডিসেম্বর সামাজিক মাধ্যমে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শ্রীনন্দা শংকর। এমনকি ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, এ সময় তাদের ব্যক্তিগত বিষয়টিকে যেন সম্মান জানানো হয়। তিনি আরও বলেন, বিচ্ছেদ নিয়ে অনেক কথা হতেই পারে, কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেবেন না তিনি বা তার সদ্য সাবেক স্বামী জেভ অথবা সেলিব্রিটি মা তনুশ্রী শংকর।

তবে কী কারণে বিচ্ছেদ হয়েছে, তা স্পষ্ট করে না জানালেও শ্রীনন্দার পোস্টে চাপা পড়ে থাকেনি ঘরভাঙার বেদনা। অভিনেত্রী লিখেছেন, অনলাইনে জনপ্রিয় ভিডিওগুলোই দাম্পত্য সুখ কিংবা দাম্পত্যের রসায়নের সবটা ধরা পড়ে না।

উল্লেখ্য, উদয় শংকর ও মমতা শংকরদের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে নৃত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন অভিনেত্রী শ্রীনন্দা শংকর। সেই সঙ্গে তিনি মডেলিং ও অভিনয় জগতেও নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন।

৯০ হাজার ভক্ত নিয়ে শেষ সিনেমার গান প্রকাশ করলেন বিজয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিশুশিল্পী থেকে তামিল সিনেমার শীর্ষ নায়ক থালাপাতি বিজয়ের যাত্রা যেন রূপকথার মতো। ক্যারিয়ারের তুঙ্গে দাঁড়িয়ে অভিনয়কে বিদায় জানানোর আগে শেষ সিনেমা জন নায়াগানের অডিও গান প্রকাশ করলেন তিনি, আর তাতে সাক্ষী হলো ৯০ হাজার ভক্তে ভরা স্টেডিয়াম।

মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বুকিত জলিলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি রীতিমতো উৎসবে রূপ নেয়। আলোকসজ্জায় ঝলমলে স্টেডিয়ামে প্রিয় তারকাকে একনজর দেখতে ভিড় করেন হাজারো ভক্ত-অনুরাগী। মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যায় ভক্তদের সঙ্গে সেলফিতে মেতেছেন বিজয়।

অনুষ্ঠানে বিজয় বলেন, "শ্রীলঙ্কার পর বিশ্বের অন্যতম বড় তামিল জনগোষ্ঠী রয়েছে মালয়েশিয়ায়। আপনারা আমার জন্য হলে দাঁড়িয়েছেন এ ঋণ শোধ করতে আমি আগামী ৩০-৩৩ বছর আপনাদের পাশে থাকব।"

তিনি আরও জানান, ভক্তদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সিনেমা ছেড়ে রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিজয়ের শেষ সিনেমা 'জন নায়াগান' মুক্তি পাবে আগামী ৯ জানুয়ারি। এইচ. বিনোদন পরিচালিত ছবিতে তার বিপরীতে আছেন পূজা হেগড়ে। এছাড়া অভিনয় করেছেন ববি দেওল, শ্রুতি হাসান, প্রকাশ রাজ, প্রিয়ামণি, মমিতা বাইজুসহ আরও অনেকে। কেভিএন প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটির বাজেট প্রায় ৩০০ কোটি রুপি।

এদিকে রাজনীতিতেও সক্রিয় বিজয়। নিজের গড়া দল তামিলাগা ভেটরি কাজাগমের প্রথম জনসভায় ইতোমধ্যে তিন লাখ মানুষের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন সেখানেই তার মূল প্রস্তুতি।

রুপালি পর্দা থেকে রাজনীতির ময়দান ভক্তদের ভালোবাসা সঙ্গী করেই নতুন অধ্যায়ে পা রাখছেন থালাপাতি বিজয়।

বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্ট বেছে নিলেন হরভজন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অনেক দেশেই বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। বড় আসর সামনে আসলেই অনেক খ্যাতিমান সাবেক ক্রিকেটার-ধারাভাষ্যকাররা নিজেদের পছন্দের দলকে এগিয়ে রাখেন। অনেকেই বেছে নেন চার সেমিফাইনালিস্ট।

ভারতের সাবেক অফস্পিনার হরভজন সিং-ও বেছে নিলেন আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্টের নাম। বিশ্বকাপের শেষ চারে কোন কোন দল যাবে, তাদের নাম জানিয়ে দিয়েছেন কিংবদন্তি এই স্পিনার।

দলগুলোর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে চার দলের নাম জানিয়েছেন হরভজন। তবে ফেবারিটের তালিকায় রাখেননি দুই সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

হরভজন বলেছেন, আমি মনে করি বিশ্বকাপ জয়ের ভালো সুযোগ রয়েছে ভারতের। ঘরের মাঠে খেলার সঙ্গে তারা খুবই শক্তিশালী দল। অন্যদের থেকে কন্ডিশন ভালো জানা। তবে বিশ্বকাপের চাপ যেহেতু ভিন্ন তাই অন্যদের থেকে ভালোভাবে সামলানোও জানতে হবে। এটাই তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের সঙ্গে বাকি তিন দল হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

গণমাধ্যমে হরভজন বলেন, যেকোনো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো দল অস্ট্রেলিয়া। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাও অন্যতম দল। তারা সম্প্রতি অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছে। স্পিনারদের কারণে আফগানিস্তানও শক্তিশালী দল। আমার মতে, এই কন্ডিশনে যেকোনো দলকেই হারাতে পারে তারা। এরাই হচ্ছে আমার শেষ চারের দল।

রোনালদো শুধু ফুটবলার নয়, চমৎকার মানুষও: মদ্রিচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবলের কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর খেলার ক্ষমতা যেমন সারা বিশ্বে প্রশংসিত, তেমনই তার ব্যক্তিত্বকেও সমাদৃত করছেন সতীর্থরা। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক সতীর্থ লুকা মদ্রিচ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রোনালদো কেবল একজন অসাধারণ ফুটবলারই নয়, হৃদয়েও অত্যন্ত মহান মানুষ।

রোনালদোর সঙ্গে মদ্রিচের সম্পর্ক দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ। তারা একসঙ্গে সাত বছর রিয়াল মাদ্রিদে খেলেছেন এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ বহু শিরোপা জিতেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে মদ্রিচ রোনালদোর মানবিক দিকটি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান।

মদ্রিচ বলেন,'ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করি, কারণ আমরা মাদ্রিদে সতীর্থ ছিলাম। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে শুধু অসাধারণ ফুটবলারের নয়, চমৎকার একজন মানুষও। তার হৃদয় অনেক বড়, সবসময় অন্যকে সহায়তা করতে মুখিয়ে থাকে।'

রোনালদো ২০০৯ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন। মদ্রিচ ২০১২ সালে টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে একই ক্লাবে পাড়ি জমান। ২০১৮ সালে রোনালদো রিয়াল ছেড়ে জুভেন্টাসে চলে যান এবং বর্তমানে সৌদি ক্লাব আল নাস্রের হয়ে খেলছেন। মদ্রিচও চলতি বছর রেয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন।

তাদের রিয়াল মাদ্রিদে একসঙ্গে থাকা সময়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, তিনটি ক্লাব বিশ্বকাপ এবং একবার লা লিগা জয়ের স্বাদ নিয়েছিলেন। মদ্রিচের কথায়, এই অভিজ্ঞতা কেবল খেলার নয়, বরং রোনালদোর মানবিক গুণাবলীর কাছাকাছি থেকে শেখার সুযোগও দিয়েছে।

বছরের শুরুতেই দুঃসংবাদ, হাঁটুর চোটে খেলতে পারবেন না এমবাপে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শীতকালীন বিরতির পর আবার মাঠে ফিরছে রিয়াল মাদ্রিদ। আগামী ৪ জানুয়ারি লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শীর্ষে ফেরার লড়াই শুরু করবে দলটি। তবে ম্যাচটির আগে বড় দুঃসংবাদ পেয়েছে রিয়াল শিবির। হাঁটুর চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপেকে এই ম্যাচে পাওয়া যাবে না।

ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট গোল ডটকমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফরাসি ফরোয়ার্ড এমবাপের হাঁটুর লিগামেন্টে চিড় ধরা পড়েছে। একই তথ্য নিশ্চিত করেছে ফ্রান্সের ক্রীড়া দৈনিক লেকিপ। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, এমবাপে কয়েক সপ্তাহ ধরেই হাঁটুর লিগামেন্টের চোট নিয়ে খেলছিলেন। শুরুতে চোটটিকে গুরুতর মনে না করলেও বুধবার সকালে করা এমআরআই স্ক্যানে লিগামেন্টে সমস্যা ধরা পড়ে।

চিকিৎসকদের মতে, এই চোট থেকে সেরে উঠতে এমবাপের অন্তত তিন সপ্তাহের বিশ্রাম প্রয়োজন। ফলে আগামী ২১ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে মাঠে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে গতি বাড়াতে গিয়ে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করছিলেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

চোটের বিষয়টি আগেই কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছিল। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে এমবাপেকে অব্যবহৃত বদলি হিসেবে রাখা হয়েছিল।

এদিকে এক বিবৃতিতে এমবাপের চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্লাবটি জানিয়েছে, মেডিকেল পরীক্ষার পর তার বাঁ হাঁটুতে মচকানো (স্প্রেইন) ধরা পড়েছে। তার সুস্থতার অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR